২৫-০৯-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - যতক্ষণ আত্মারা পার্টে আছে, ততক্ষণ একশো ভাগ রেস্ট পেতে পারে না, রেস্ট পায় নির্বাণধামে, সেখানে কোনও পার্ট নেই"

প্রশ্ন : -- যে বাচ্চারা পড়তে পড়তে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাদের কি ধরনের সঙ্কল্প আসে যা বিকল্পের (অধর্ম) রূপ নিয়ে নেয় ?

উত্তর :- - ১) তাদের বাবাকে ছেড়ে দেবার অর্থাৎ তালাক দেবার সঙ্কল্প আসে । বাবা বলেন যে -- এই সঙ্কল্প আসাই হলো বিকল্প । এমন সঙ্কল্প করাও পাপ । পড়ার অভ্যাস না করার অর্থ ক্লান্ত হয়ে যাওয়া । এইসব বাচ্চারা নিজেদের ইনকাম নষ্ট করে ফেলে । ২) যদি কোনো বিষয়ে কেউ মাতা - পিতার প্রতি রুষ্ট হয়, তাহলে সে একুশ জন্মের বাদশাহী হারিয়ে ফেলে ।

গীত : - আজ মানুষ রয়েছে অন্ধকারে, জ্ঞানের সূর্যে আলোকিত করো হে ভগবান ....

ওম্ শান্তি । এ হলো ভক্তির গীত বা প্রার্থনা । কার কাছে প্রার্থনা করে ? ভগবানের কাছে। কিন্তু ঘোর অন্ধকারে থাকার কারণে ভগবানকে জানেই না । তাহলে এখন কে শুনবে ? যদি ভগবান তাদের ডাক শোনে তখনই এসে তো তিনি জ্যোতি জাগাবেন কিন্তু বাচ্চারা ভগবানকে জানেই না তাহলে শুনবে কিভাবে ? এখন তোমরা সামনে বসে আছো, ভগবান তোমাদের ঘোর অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোতে নিয়ে যাচ্ছেন । গায়নও আছে যে, ব্রহ্মার রাত আর ব্রহ্মার দিন । রাতে অনেকেই দোরে দোরে বিভ্রান্ত হয় । তারা পাহাড়ে, বিভিন্ন ধর্মস্থানে, মন্দির এবং মসজিদে যায় কিন্তু ভগবানকে কোথায় পাবে ? ভগবানের জন্মও ভারতে পালন করা হয় । শিবরাত্রি তো বলা হয়, তাই না । বরাবর তাঁর স্মরণের প্রতিমাও এই ভারতেই আছে কিন্তু মানুষ বুঝতেই পারে না তিনি কবে আসেন । মানুষ সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছে । এখন তোমরা ঘোর অন্ধকারে নেই । তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে আলোতে যাও । তোমরা বাচ্চারা জানো, এই সম্পূর্ণ সৃষ্টির রচনা কে আর কিভাবে করেছেন ?

তোমরা এখানে ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছো, যেখানে ঈশ্বর তোমাদের ঈশ্বর পড়ান, তোমাদের তিনি মানুষ থেকে দেবতা বানান । এই জ্ঞান তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে বুঝতে পারে । কেউ তো সম্পূর্ণ বুঝতে পারে, কেউ আবার সম্পূর্ণ না বুঝে ভাগন্তী হয়ে যায়, মাতা - পিতার উপর রেগে যায় । যার জন্য গায়ন আছে -- আশ্চর্যবৎ এমন মাতা - পিতার উপরে রেগে যায় । তারা এই জ্ঞান পছন্দ করে, অন্যকে বলে, তার পরও রেগে যায় । তারা জানে যে মাতা -পিতার থেকে আমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহী পাই, তবুও তারা ভুলে যায় । বাবা বুঝিয়েছেন যে, যাকে শান্তি বলা হয় তা পাওয়া যায় শান্তিধাম অথবা নির্বাণধামে, তাকে মুক্তিধামও বলা হয় । কেউ যদি বলে, আমি ১০০ ভাগ রেস্টে আছি, কিন্তু এমন কোনো কথা নেই । সারাদিনে কোনো না কোনো কর্ম অবশ্যই চলতেই থাকে । হ্যাঁ, অল্পকালের জন্য রাতের ঘুমকে রেস্ট বলা হয় কেননা আত্মা বলে, আমি সারাদিনে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে গেছি, এখন আমি রেস্ট নেবো । নিজেকে শরীর থেকে পৃথক করে দেয় । এ কথা তো তোমরা জানো যে - বাবা থাকেনই শান্তির দেশে, নাকি মনে করো, পরমপিতা পরমাত্মা ওখানে রেস্টে থাকেন । পরমাত্মা রেস্টে তখনই থাকেন, যখন তাঁর পার্ট থাকে না । মুক্তিধামে

তিনি কোনো কাজ করেন না । এ হলো খুব বোঝার মতো কথা । এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে যাচ্ছে । বাবা বলেন যে, তোমরা কি জানো, আমি কখন রেস্টে থাকি ? যখন তোমরা বাচ্চারা স্বর্গে সুখে থাকো । সেখানে তোমাদের সুখ –শান্তি দুইই থাকে । তাকে রেস্টে থাকা বলা যাবে না । রেস্টে তখনই বলা হবে, যখন তোমাদের কোনো পার্ট থাকবে না । তোমরা যখন স্বর্গে থাকো তখন আমাকে কোনো পরিশ্রম করতে হয় না । আমি তখন ওখানে, ঘরে শান্তিতে থাকি শান্তির দ্বিতীয় শব্দ রেস্ট বলা হবে । এখানে তো রেস্টে থাকতে পারবে না । আত্মা বলে যে – আমি রেস্টে তখনই থাকি, যখন আমি রাত্রে নিদ্রা যাই । সেই সময় রেস্টেই থাকি বা শান্তিতেই থাকি, একই কথা । রাতে আমরা অশরীরী হয়ে যাই, শান্ত হয়ে যাই । আবার যখন উঠে যাই, তখন কর্মতে আসি, তখন আন – রেস্ট হয়ে যাই । কর্ম করাকালীন আন – রেস্টে থাকি । সত্যযুগে আন – রেস্টের প্রশ্ন নেই, আন – রেস্ট করে মায়া । ওখানে এমন বলবে না যে, আমরা রেস্টে থাকি । কাজকর্ম সবই করবে, কিন্তু অশান্ত থাকবে না। কিন্তু সেখানে রেস্ট শব্দটাই নেই । মনে করো, কেউ যদি বলে, আমি সিমলা যাচ্ছি রেস্টের জন্য, কিন্তু এই রেস্টের কোনো অর্থ নেই । প্রকৃত রেস্ট তখনই, যখন আমরা নির্বাণধামে থাকি, সেখানে আমরা সম্পূর্ণ চুপ থাকি । তাই কারোরই কোনো রেস্ট নেই । কেউ যদি বলে, আমি ১০০ ভাগ রেস্টে আছি, তাহলে এ সম্পূর্ণ ভুল । একে অজ্ঞান বলা হয় । হ্যাঁ, এখানে অবশ্যই বলা যাবে, এই পড়া পড়তে চাইছে না তাই রেস্ট নিচ্ছে । পড়া না করা, রেস্ট নেওয়া, এ তো ক্লান্তি এসে গেলো । নিজের ভাগ্যই খারাপ করে দেয় । তোমাদের বোঝানো হয় --- হে রাতের পথিক, স্বর্গের পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে যেও না,রাগ করো না । মাতা – পিতাকে তালাক দেওয়ার সঙ্কল্পও যেন না আসে । এই সঙ্কল্প আসলে তাকে বিকল্প বলা হবে । এমন যে মাতা – পিতা, যাঁর কাছে তোমরা স্বর্গের রাজত্ব পাও,তাঁর জন্য এমন সঙ্কল্প কেন করবে ? অনেকসময় লেখে, কখনো এমনও সঙ্কল্প আসে –– ছেড়ে দেবো, কিছুই বুঝতে পারছি না । আরে, এই তো বোঝার সময় । বোঝা অর্থাত্ পড়া, তোমরা জানো যে, আমরা এখন পড়ছি । পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর, উঁচুর থেকেও উঁচু, তাঁকে কেউই জানে না । যদিও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর, লক্ষ্মী – নারায়ণকে জানে, কিন্তু ভারতবাসীরা এইকথা জানে না যে, লক্ষ্মী – নারায়ণ কবে রাজ্য করেছিলেন আর কে তাঁদের দিয়েছিলেন ? মায়া সম্পূর্ণ অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে । বাবা এসে বোঝান – রচয়িতা বাবা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা কিভাবে করেন ? এ তো কেউই জানে না । বাবা নিজেই বসে বোঝান – প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা বলা হবে না । যদিও তাঁকে প্রজাপিতা বলা হয়, তবুও তিনি রচয়িতা নন । মানুষ বলে যে – আমাদের আল্লাহ জন্ম দিয়েছেন । নিরাকার বাবাকেই রচয়িতা বলা হবে । রচয়িতা বাবাকে অবশ্যই মানুষ জানবে , জানোয়ার তো আর জানবে না । জন্তু – জানোয়ার তো আর মুখ দিয়ে বলবে না যে, আমাকে পরমাত্মা রচনা করেছেন । মানুষ বলবে যে, আমাকে ভগবান রচনা করেছেন । তাই বাবা বসে বোঝান – তোমরা দেখো, এই রচনা কিভাবে রচিত হয়েছে ? প্রথমে রচিত হয় মুখ বংশাবলীর । বাচ্চাদের বড় হয়ে বাবার মতো হতে হবে । এই বেহদের বাবা বলেন – দেখো, আমিও কিভাবে রচনা করি । এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনার মুখের দ্বারা বলি – হে আত্মা, তুমি আমার, আমি তোমার বাবা । তারপর এনার দ্বারা বাচ্চারা তোমাদের রচনা করি । তোমরা হলে মুখ বংশাবলী । অজ্ঞান কালেও যেমন বলে – যেমন হোক, তেমন হোক, আমার । বাবাও এমনই বলেন । তোমরা ব্রহ্মার সন্তান হয়ে যাও । এখন তোমরা হলে মুখ বংশাবলী, এরপর কোলের বংশাবলীও হবে । বাবা বলেন যে, তোমরা আমার, এরপর তোমরা দৈবী ঘরানায় যাবে । বাবা এই ঈশ্বরীয় রচনা কিভাবে রচনা করেন – এ কথা কেউই বুঝতে পারে না । বাবা বলেন যে, এই ব্রহ্মাও বলেন যে, আমিও মুখ বংশাবলী । বাবার সাথে মা তো অবশ্যই চাই । তোমরা বলো যে, আমরা প্রহাপিতা ব্রহ্মার মুখ

বংশাবলী, শিববাবা আমাদের আপন করেছেন । তাঁর তো শরীরের প্রয়োজন । শিববাবার তো নিজের শরীর নেই । তিনি শরীর ধার করেন । তারপর বলেন, তোমরা আমার, একেই বলা হয় মুখ বংশাবলী । শিব বাবা এই মুখে এই স্ত্রীর দ্বারা বলেন যে, তোমরা আমার সন্তান । বাবাই এই কথা বুঝিয়ে বলেন, বাকি কোনো শাস্ত্র আদিতে এই কথা নেই । তোমরা এখন শুনছো, এরপর এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে ।

এই সময় হলো ঘোর অন্ধকার । বাবা এসে আলোর প্রকাশ দান করেন, তাই ব্রহ্মার রাত, ব্রহ্মার দিনের গায়ন আছে । কিছু তো আছে, তাই না । গায়ন আছে যে - মিথ্যা তো মিথ্যাই, সত্যির লেশমাত্রও নেই । তবুও বাবা বলেন - প্রায় কিছু না কিছু থাকে, প্রলয় হয় না । কিছু থাকবে তারপর ঝাড় বৃদ্ধি পেতে থাকবে । মানুষ কিন্তু মহাপ্রলয় দেখিয়ে দিয়েছে কিন্তু মহাপ্রলয় কখনোই হয় না । এমন কখনোই হয় না যে, সাগরে অশখ্ব পাতায় বাচ্চা ভেসে এলো, এ সবই গল্পকথা । বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা যখন গর্ভ মহল থেকে আসো, সেখানে খুবই আনন্দে থাকো । সেখানে দুঃখ বা পাপ কর্ম হয় না । সে হলো পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া, এ হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া । এখানে তোমরা সবকিছু ত্যাগ করে সদা পুণ্য আত্মা হও । তোমরা এতো পুণ্য করো যে অর্ধেক কল্প তোমাদের কেউ পাপ আত্মা বলবে না । তোমরা অবিনাশী পুণ্য আত্মা হয়ে যাও । এখানে আবার অর্ধেক কল্প তোমাদের পাপ আত্মা বলবে । প্রতি মুহূর্তে মানুষ দান - পুণ্য করতে থাকে । ভারতকে সম্পূর্ণ ধর্মাত্মা বলা হয় । ভারতের মানুষ দান - পুণ্য করে । তোমরা জানো যে, এই দুনিয়া আমরা ছেড়ে দেবো আর এখানে ফেরত আসবো না । এই দুনিয়ার সামগ্রী তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য ট্রান্সফার করে দাও । মানুষ ঈশ্বর অর্পনম্ করে, অর্থাত্ দ্বিতীয় জন্মের জন্য ট্রান্সফার করে দেয় । এখানে তোমরা ২১ জন্মের জন্য ট্রান্সফার করো । তাহলে তো অনেক কিছুই চাই । তোমাদের সমস্ত নোংরা - আবর্জনা নিয়ে নতুন দিয়ে দিই । পুরানো নিয়ে সোনার দিয়ে দিই । তোমরা সত্যতার সঙ্গে বাবাকে দাও, বাবাও তোমাদের সবকিছু দিয়ে দেন । তোমাদের পার্ট যা চলে এসেছে - এ সব ড্রামাতেই ছিলো, সবাই গৃহত্যাগ করেছে । না হলে গোশালা কিভাবে তৈরী হবে ? মানুষ তো জানে না ভাট্টি কিভাবে তৈরী হয় । ওরা দেখায় - ওখানে বিড়াল ছানা ইত্যাদি ছিলো ।

বাচ্চারা, এই সব জ্ঞান এখন তোমাদের আছে । এরপর ওখানে এই জ্ঞান থাকবে না । আমরা এইভাবে ২১ জন্ম রাজত্ব করবো আর নামবো । ওখানে এই জ্ঞান থাকে না । ত্রিকালদর্শীর পার্ট তোমাদের মধ্যে এখনই থাকে । মুখ্য হিরো - হিরোইনের পার্ট তোমাদেরই । আর কারোরই পার্ট নেই । অসুর থেকে দেবতা আবার দেবতা থেকে অসুর তোমরা ভারতবাসীরাই হও । বাকিরা সবাই হলো বাই - প্লটস । নাটকের মধ্যে হাসি - ঠাট্টার খেলাও তো থাকে, তাই না । অর্ধেক কল্পের পরে দেবী - দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায় । তোমাদের বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ চক্র ঘুরতে থাকে, তখনই তো তোমরা বোঝাতে পারো, তাই না । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন পরম আত্মা, তিনি পরমধামে থাকেন । বাবা বলেন যে, আমার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ চৈতন্য । ও তো জড় বীজ, শিব তো চৈতন্য বীজ । তাঁর প্রতিমার পুজো হয় ।

আজকাল গভর্নমেন্ট চারাগাছ লাগায় । কিন্তু এখানে এ হলো চৈতন্য বীজ, মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের বীজ বলে -- আমার কাছে সমস্ত সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের জ্ঞান আছে । তাই যখন কেউ বলে, ১০০ ভাগ রেস্টে আছে, তখন বোঝা উচিত ১০০ ভাগ রেস্ট তো কখনোই হয় না । হ্যাঁ, এমন বলবে যে, স্বর্গে

১০০ পার্সেন্ট পবিত্রতা – সুখ – শান্তি থাকে । নামই হলো স্বর্গ । বাবাকে বলা হয় সত্ শ্রী অকাল । যিনি সত্য বলেন । তাঁকে কোনো কাল খেতে পারে না । তাঁকে বলা হয় কালেরও কাল । বাবা বলেন যে, এ হলো ছি – ছি দুনিয়া । এই মৌচাকে অবশ্যই আগুন লাগবে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এই মহাভারত লড়াই মহা কল্যাণকারী । মানুষ যজ্ঞ করে যাতে শান্তি আসে, তারা মনে করে, স্বর্গের গেট যাতে না খোলে । তোমরা তো তালি বাজাও, মৌচাকে যদি আগুন লাগে, তাহলে আমরা নতুন দুনিয়া বৈকুন্ঠে চলে যাবো । এই বিনাশ জ্বালা এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই প্রজ্জ্বলিত হয়েছে । যারা বাবার হবে, তারাই এই স্বর্গের মালিক হবে । বাকি সবাইকে হিসেব – নিকেশ শোধ করে ফিরে যেতে হবে । তোমরা জানো যে,এখন মুক্তিধামে গিয়ে আবার নিজের পার্ট রিপিট করতে হবে । সত্যযুগের এই এতো দেবী – দেবতা কোথা থেকে এসেছে ? মানুষ থেকে দেবতা হতে এক মুহূর্ত সময় লাগে না । তিনি তোমাদের কড়ি থেকে হীরেতুল্য, পতিত থেকে পবিত্র বানান । যে যতো জ্ঞান ধারণ করবে সে তত উঁচু পদ পাবে । এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । তোমরা জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে নিজেদের জন্য স্বর্গের স্থাপনা করছি । যদি কেউ শ্রীমত বিরুদ্ধ হয়ে নিজের মতে চলে তাহলে রাবণের মত হয়ে যাবে, তাই প্রতি পদে তোমরা শ্রীমত গ্রহণ করো । বাবা বেঁচে থেকেই তোমাদের ট্রাস্টি বানিয়ে দেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্নেহ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : –

১) সম্পূর্ণ দানী হতে হবে । সত্যতার সাথে সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে নতুন দুনিয়ার জন্য ট্রান্সফার করে দিতে হবে ।

২) জীবিত অবস্থাতেই ট্রাস্টি হতে হবে । প্রতি পদে বাবার থেকে শ্রীমত নিতে হবে । কখনোই শ্রীমত বিরুদ্ধ হয়ে মনমতে চলবে না ।

বরদান : - তনকে আত্মার মন্দির মনে করে তাকে স্বচ্ছ বানিয়ে নম্বর ওয়ান শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মা ভব

আমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা হলাম সম্পূর্ণ কল্পের এক নম্বর শ্রেষ্ঠ আত্মা, হীরে তুল্য, এই স্মৃতিতে থেকে শরীরকে আত্মার মন্দির মনে করে স্বচ্ছ রাখতে হবে । মূর্তি যতো শ্রেষ্ঠ হবে, মন্দিরও ততই শ্রেষ্ঠ হবে । তাই এই শরীর রূপী মন্দিরের আমরা হলাম ট্রাস্টি, এই ট্রাস্টিভাব নিজে থেকেই স্বচ্ছতা বা পবিত্রতা আনে । এই বিধিতে শরীরের পবিত্রতা সদা রুহানি সুগন্ধের অনুভব করাতে থাকবে ।

স্লোগান : - রুহানিয়তে থাকার ব্রত নেওয়াই হলো জ্ঞানী (তু) আত্মা হওয়া ।